আন্দোলনে অচল জাবির চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষা বন্ধ

জাবি প্রতিনিধি

ভিসির পদত্যাগ দাবিতে ঐক্য ফোরামের আন্দোলন ও ভিসির অনড় অবস্থার কারণে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই অচলাবস্থা রাষ্ট্রপতির নির্দেশের পরও সমাধান হচ্ছে না। কারণ কোনো পক্ষই নমনীয় হতে রাজি নন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত শিক্ষক সমিতি ও পরবর্তীতে হাইকোর্টের রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আবির্ভূত হওয়া শিক্ষক ফোরাম বর্তমানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য ফোরাম ভিসির পদত্যাগের দাবি থেকে সরে আসতে কোনোভাবেই রাজি নয়। আর ভিসি অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেনও নির্বাচিত ভিসি হিসেবে তার পদ ছাড়তে

বন্ধ : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

বন্ধ : পরীক্ষা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

রাজি নন। ফলে শিক্ষার্থীরা পড়েছে সীমাহীন ভোগান্তিতে। আন্দোলনকারী শিক্ষক ও ভিসির এমন অবস্থানের জন্য ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব বিভাগের চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষাগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসন করতে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবক রাষ্ট্রপতি মো: আবদুল হামিদ। গত ৭ নভেম্বর তিনি এক জরুরি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনের মাধ্যমে ক্যাম্পাসে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন। কিন্তু অচলাবস্থা নিরসনে রাষ্ট্রপতির নির্দেশনার পর প্রায় দেড় মাস অতিবাহিত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা এখনও অব্যাহত রয়েছে। ৫ ডিসেম্বর সরকারের উচ্চপর্যায়ের নির্দেশে ভিসি পাঁচ দিনের ছুটিতে পুলিশি পাহারায় ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন। কিন্তু আন্দোলনকারী শিক্ষকরা ভিসি পদত্যাগের ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত চলমান আন্দোলন অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেন। পাঁচদিনের ছুটি শেষে গত ১০ ডিসেম্বর আবারও ছুটি বাড়ালে ভিসিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ভিসির বাসভবনে তালা ঝুলিয়ে দেন আন্দোলনকারীরা। এরপর গত ১৬ ডিসেম্বর ভিসি স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের পর ক্যাম্পাসে এলে তাকে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেন আন্দোলনরত ঐক্য ফোরাম। সর্বশেষ ক্যাম্পাসের বাসভবনে তালাবদ্ধ থাকার কারণে গত রোববার ভিসি উত্তরার বাসা থেকে নিজের দায়িত্ব পালনের সিদ্ধান্ত বিজ্ঞপ্তি আকারে জানালে আন্দোলনকারীরা তাও প্রত্যাখ্যান করেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য ফোরামের আহ্বায়ক হানিফ আলী বলেন, রাষ্ট্রপতি ভিসি প্যানেল নির্বাচনের কথা বললেও তিনি নানা উপায়ে কালক্ষেপণ করছেন যা রাষ্ট্রদ্রোহের শামিল। এ বিষয়ে ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, রাষ্ট্রপতির আদেশনামায় সুস্পষ্টভাবে সিনেট নির্বাচনের পর ভিসি প্যানেল নির্বাচনের কথা বললেও গুটিকয়েক শিক্ষক তার অপব্যাখ্যা করে আন্দোলনের নামে অরাজকতা সৃষ্টি করছে। জাতীয় নির্বাচনের পর আমি জাকসু, সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন ও ভিসি প্যানেল নির্বাচন দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করব। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনে রাষ্ট্রপতি মো: আবদুল হামিদ গত ৭ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও আন্দোলনরত শিক্ষকদের নির্দেশ দেন। এতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৭৩-এর ৫৬ ধারা অনুযায়ী ভিসি কর্তৃক অবিলম্বে সিনেট নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং সিনেটে সংশ্লিষ্ট জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১১(১) ধারা অনুযায়ী ভিসি নিয়োগের প্যানেল তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলা হয়। তাছাড়া শিক্ষক ফোরাম ও আন্দোলনরত শিক্ষকদের বিনাশর্তে আন্দোলন প্রত্যাহার করার কথা উল্লেখ করা হয়। নির্দেশনায় শিক্ষকদের বিরুদ্ধে করা রিট মামলা প্রত্যাহারে ভিসিকে ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথাও বলা হয়।